একুশ মানে : সামাজিক কু প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন
একুশ মানে : বাড়িয়ে দেয়া বন্ধুত্বের হাত
একুশ মানে : ভ্রাতৃত্বের বন্ধন
একুশ মানে : সরাসরি কথা বলা
একুশ মানে : ঈর্ষা কাতরতা নয়
একুশ মানে : নন্দিত মনের সুন্দর ভুবন

একুশ নিউজ মিডিয়া
Ekush News Media
6362-302 Hollywood Blvd, Hollywood, CA 90028
(818) 266 7539 / (213) 925 4652 / Fax (877) 226-4524

হলিউডের বাংলা পত্রিকা

একুশ

Ekush.info

21 Ekush Bangla Newspaper from Hollywood

ফ্রি বাংলাদেশের ক্যাবল টিভি দেখতে চান?

একুশ রিপোর্ট : ইদানিং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্রি বাংলাদেশের টিভি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বা দেখতে পারেন। ওয়ার্ল্ড টিভি নেটওয়ার্কে জাম্প টিভি (Jump TV) সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক টিভি চ্যানেল দেখতে পাওয়া যায়। যারা প্রতি মাসে ৯.৯৫ ডলার চার্জ করে। বাংলাদেশের তিনটি চ্যানেল এখান থেকে দেখা যায়। চ্যানেল আই, এনটিভি ও আরটিভি। লস এঞ্জেলেসে অবস্থিত শাহনাজ এন্টারটেনমেন্ট ডটকম (www.shanazentertainment.com)-এর ওয়েব সাইডে গেলে সরাসরি এই চ্যানেলগুলো ফ্রি দেখতে পাবেন।

Volume 01, Issue 16, December 01, 2006 ■ Hollywood, California, USA ■ www.ekush.info ■ Bengali Community Newspaper ■ ডিসেম্বর ০১, ২০০৬, বৃহস্পতিবার ■ অগ্রহায়ণ ১২, ১৪১৩

আসুন আমরা প্রবাসে খোলা মনে বন্ধুত্বমূলক আচরণে আমাদের নতুন প্রজন্মদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও ভালোবাসা:

ক্যালিফোর্নিয়ায় বিপুল উদ্দীপনায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই অনুষ্ঠিত

লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজ ক্যাম্পাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া আয়োজিত চির স্মরণীয় এক পরিবেশে অত্যন্ত মার্জিত ও উন্নতমানের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ছবি-একুশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় এই প্রথমবারের মতো ক্যালিফোর্নিয়া তথা পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৮ নভেম্বর (শনিবার) ২০০৬ লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজ ক্যাম্পাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া আয়োজিত চির স্মরণীয় এক পরিবেশে অত্যন্ত মার্জিত ও উন্নতমানের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বহু দূরদূরান্ত অঞ্চল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্বিত ছাত্র হিসাবে নিজকে পরিচয় দেওয়ার জন্য অগনিত ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ ঘটে। উক্ত এলামনাইতে অংশগ্রহণের জন্য বহিঃরাষ্ট্র থেকেও অনেক প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী পুনর্মিলনীতে অংশগ্রহণ করেন। সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হয় রেজিস্ট্রেশন। অনুষ্ঠানের পরিবেশনায় ছিল নতুনত্ব ও চমৎকারিত্ব। লস এঞ্জেলেস সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সকল প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদেরকে অতীত স্মৃতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল অত্যন্ত অনুভূতিময়। সকলেই এই স্মৃতি জড়িয়ে হাজির হয় ক্যামেস্ট্রি ফ্যাকাল্টির চত্বরে। যেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পুনর্মিলনী। রেজিস্ট্রেশনের পর সবাইকে অতিক্রম করতে হয়েছিল মধুর ক্যান্টিনের থীমের ভেতর দিয়ে। যেখানে ছিল চা ও সিঙ্গাড়া।

ঢাবি-র প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের কনভেনর এককালীন ডাকসুর প্রাক্তন এজিএস জনাব গোলাম মোস্তফা । ছবি-একুশ

অভ্যর্থনা পর্বের এখানে সবাই পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের পালা পর্বন চালায়। অনেকেই তাদের বহু বছরের পুরাতন বন্ধুদের সাক্ষাত পায়। কেউ ছিল হলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, কেউ ছিল বিভাগীয়। কেউ ছিল টিএসসি কিংবা লাইব্রেরীর চত্বরের পরিচিত জন।

বাকি অংশ ঢাকা ইউনিভার্সিটি / ২ পাতায়

সম্পর্কিত ফীচার:

▣ ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্মিলনী-২০০৬ কিভাবে হলো?
মিডিয়া পার্টনার রিপোর্ট: ....পৃ ১৩

▣ লস এঞ্জেলেসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনী এবং একটি বিশ্লেষণধর্মী নিবন্ধ : ইমতিয়াজ হাসান সোহেল ....পৃ ২

▣ ধন্যবাদ জ্ঞাপন:
রেহানা এস. আলম ....পৃ ১২

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সূচনা দিন

আজ পয়লা ডিসেম্বর। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের সূচনা দিন। সে এক আশ্চর্য সময় এসেছিল আমাদের জীবনে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বঞ্চনা আর হাহাকার একত্রিত হয়ে জন্ম দিয়েছিল একটি যুদ্ধের। আর সেই যুদ্ধই আমাদের জন্য নিয়ে এলো স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠিত হলো পৃথিবীর বুকে নতুন এক দেশ। পৃ..১১

হ্যাপি থ্যাংকস গিভিং

একুশ রিপোর্ট : হ্যাপি থ্যাংক গিভিং আমেরিকান ট্রেডিশন। এই দিনে মিলিয়ন টারকি ভোজনের জন্য মারা যায়। শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়াতেই প্রতি বছর মোট ১৫ মিলিয়ন টারকি রান্না করা হয়। থ্যাংক গিভিং উপলক্ষে ফার্মে ৬ মাস আগে থেকে লালন পালন করতে থাকে। পৃ..৬

সম্পর্কিত ফীচার:

▣ বিভিন্ন ষ্টেটে বাংলাদেশীদের থ্যাংক গিভিং ডে উদ্‌যাপন:
সচিত্র রিপোর্ট:....................পৃ ৬

আন্তধর্মীয় সম্প্রীতির মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে ২৯ নভেম্বর ২০০৬ সন্ধ্যায় বাংলাদেশ দূতাবাস ওয়াশিংটনে আলোচনা সভায় সূচনা বক্তব্য রাখছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শমসের মবিন চৌধুরী, বীর বিক্রম ছবি - পিআইডি

লস এঞ্জেলেসে ২১তম ফোবানার মতামত বিষয়ক টাউন হল মিটিং

একুশ মিডিয়া পার্টনার রিপোর্ট : গত ১৭ নভেম্বর (শুক্রবার) ২০০৬ লস এঞ্জেলেস সুবুদ সেন্টারে আগামী ২১তম বাংলাদেশ সম্মেলন সফল ও স্বার্থক করার জন্য উচিটা, ক্যানসাস থেকে কনভেনর রবিউল করিম এবং ফোবানার চেয়ারম্যান মাহাবুব রেজা রহিম যৌথভাবে মতামত বিষয়ক উন্মুক্ত আলোচনার জন্য এক টাউন হল মিটিঙের আয়োজন করেছিলেন। উক্ত টাউন হল মিটিং-এ লস এঞ্জেলেসের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ভ্যালী, লস এঞ্জেলেস, বাংলাদেশ একাডেমী, বাংলা ক্লাব, রাইটার্স এসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া জালালাবাদ এসোসিয়েশন, বাফলা, পাঠক ফোরাম, বাংলা পাঠশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে একুশ।

ফোবানার চেয়ারম্যান জানান, এ ধরনের মতামত বিষয়ক কর্মতৎপরতা লস এঞ্জেলেসে চতুর্থতম। ইতিপূর্বে স্যানলুইস, শিকাগো ও ফিনিক্সে হয়েছে এবং আগামীতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আয়োজন করা হবে। যাতে ফোবানাকে আরো বেগবান ও ফলপ্রসূ করে তোলা যায়। উচিটা ক্যানসাসে ২১তম বাংলাদেশ সম্মেলন সফল ও স্বার্থক করে তোলার জন্য কনভেনর রবিউল করিম উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান। উন্মুক্ত টাউন হল মিটিং-এ সকলের মতামত ও পরামর্শ চান। তিনি বলেন এ বছরের ফোবানার বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হবে প্রবাসী শিল্পীদেরকে প্রাধান্য দেওয়া। সেজন্য উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সঙ্গীত, নৃত্য ও কলাকুশলীদের বায়োডাটা, সম্প্রতি কোনো অনুষ্ঠানের ভিডিও ও এককপি ছবি পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে।

বাকি অংশ ফোবানা/ ১১ পাতায়

অভিবাসন আইনে সবার প্রত্যাশা পূরণ হয়নি

একুশ ডেস্ক রিপোর্ট: মার্কিন সিনেটে গত ২৫ মে পাশ হওয়া অভিবাসনের সমালোচনায় মুখর অভিবাসন বিষয়ক অনেক আইনজীবী। তাদের অভিযোগ গত মার্চ মাসে সিনেট জুডিশিয়ারি কমিটিতে পাশ হওয়া মূল বিলের অনেক ইতিবাচক বিষয় পরবর্তীতে বাদ পড়েছে।

দ্য এশিয়ান আমেরিকান জাস্টিস সেন্টার অভিবাসন বিলকে 'অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অন্যদিকে দ্য ন্যাশনাল কোরিয়ান আমেরিকান কনসোর্টিয়ামের মতে, এই বিলের অনেক ক্ষেত্রে এইচআর ৪৪৩৭-এর কঠোর প্রয়োগ করা হয়েছে। কনসোর্টিয়ামের পরিচালক জানান, কংগ্রেস এক হাতে এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সংবিধান সংশোধন করে মানবিক অভিবাসন আইন প্রণয়নের উপযুক্ত সময় এটিই। কোনো কোনো সম্প্রদায়কে বৈধ নাগরিকত্ব দেওয়া আর অপরদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হতে সুযোগ দেওয়ার সময় এটি নয়।

ল্যাটিনো ইমিগ্র্যান্ট রাইটস গ্রুপের পলিসি ডিরেক্টরের আশঙ্কা এ বিলটি ভবিষ্যতে তেমন কাজে আসবে না। আমলাতান্ত্রিক এ বিল ভবিষ্যতে পরিবারগুলোকে বিভক্ত করবে। এরপরও অভিবাসন বিল তিন ধরনের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রথম ব্যবস্থায়, পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীরা ৩২৫০ ডলার জরিমানা, কর দিয়ে, ইংরেজি শিখে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্ত পূরণ করে বৈধভাবে বসবাসের সুযোগ পাবেন।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি, যারা পাঁচ বছরের কম এবং দুই বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন এবং 'বিলম্বিত অত্যাবশ্যকীয় দেশত্যাগ'-এর জন্য বিবেচিত হয়েছেন তাদের জন্য। তারা যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের এবং তিন বছর কাজের সুযোগ পাবেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়ার পর আবার আসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। সীমান্ত পেরিয়ে আসা মেক্সিকানদের জন্য এটি কাজে আসতে পারে। তবে বিমাববন্দর ব্যবহার করে দেশত্যাগ করা প্রবাসীর ক্ষেত্রে এটি কতোটা কাজে আসবে এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আর তৃতীয় ব্যবস্থাটি, যুক্তরাষ্ট্রে দুবছরেরও কম সময় ধরে অবস্থানকারীদের জন্য। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি তাদের জন্য কোনো সুযোগই রাখা হয়নি। বরং এই বিলের ফলে অভিবাসনের জন্য অপেক্ষমান বৈধ কাগজপত্র নেই এমন লাখ লাখ মানুষের মধ্যে হতাশা নেমে আসবে।

বাকি অংশ অভিবাসন/ ১১ পাতায়

সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্কের প্রতি বাংলাদেশ কমিউনিটির প্রশ্ন?

একুশ রিপোর্ট

সম্প্রতি সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্কের উপর বাংলাদেশী প্রবাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক, নন প্রফিট অর্গানাইজেশন হিসাবে সাউথ এশিয়ার কমিউনিটির কল্যাণে নিয়োজিত সংগঠনের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি নেই। কমিউনিটির একটিভিস্ট মোঃ আলম বলেন যে, কিছু বাংলাদেশী ব্যক্তিদের চাকুরীতে নিয়োগ করলেই সংগঠনের কোর সদস্য হয় না। তিনি বলেন, বিভিন্ন কমিউনিটির নামে অর্থ সংগ্রহ করে সংগঠন পরিচালনা করলে সেক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ বডিতে উক্ত কমিউনিটির মানুষের প্রতিনিধি থাকা উচিত। বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশী ড্রীমস ফেস্টিভ্যালকে কেন্দ্র করে উক্ত ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে কমিউনিটির ব্যাপক অন্তর্ভূক্তি নাই বা অন্তর্ভূক্তি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান যে, কর্মচারী দিয়ে কমিউনিটির মধ্যে মোবালাইজেশন ঘটানো যায় না। তার জন্য প্রয়োজন অন্তর্ভূক্তিকরণ প্রক্রিয়া। বাংলাদেশী কমিউনিটিকে সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মিঃ আলম বলেন, কমিউনিটির মধ্যে ঐক্যের অভাবে প্রবাসীরা ব্যবহৃত হচেছ। আজ যদি কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব হিসাবে বালা সংগঠিত থাকতো তাহলে এ ধরণের স্বার্থান্বেষী মানুষ কর্তৃক পরিচালিত সংগঠনের দ্বারা কমিউনিটির নামে কেউ স্বার্থ উদ্ধার করার প্রচেষ্টা করতে পারতো না।

বাকি অংশ সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক / ১২ পাতায়

বাংলাদেশী মাসুদকে মিশিগানে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

বিশেষ সংবাদদাতা : কানাডার ইমিগ্র্যান্ট মাসুদুজ্জামান (মাসুদ, ৪৯) মিশিগানে দুর্বৃত্ত কর্তৃক খুন হয়েছেন। একটি লন্ড্রিতে কর্মরত অবস্থায় কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি ধারালো রামদা দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। চারদিন হাসপাতালে কোমায় থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরন করেন। মাসুদ পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, টাঙ্গাইলের ছেলে। বুয়েট থেকে পাশ করে কানাডায় ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসেন। কানাডায় এম এস করেন এবং মাত্র এক বছর পূর্বে ওয়েনস্ট্রীট বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার জন্য স্বপরিবারে মিশিগানে এসেছিলেন। পড়াশোনার ফাঁকে তিনি একটি লন্ড্রিতে কাজ করতেন। অনেকেই ধারণা করছেন বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন। কারণ মাসুদ ভীষণ নম্র ও নীরিহ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় থাকতেন। তবে সেখানে শতকরা ৯৯% ভাগ বসবাস করে কৃষ্ণাঙ্গ। ডেট্রয়েটের হ্যামট্রিমিক সিটিতে বসবাস ও পারটাইম কাজ করতেন। ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ ২০ নভেম্বর (সোমবার), ২০০৬ সাইনাইগ্রেস হাসপাতালে বিকাল ৪টার দিকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাসুদ রাত ১১টায় কাজ শেষ করার প্রায় আধাঘণ্টা পূর্বে জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ অতর্কিতে রামদা দিয়ে আঘাত করলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং আশপাশের কেউ পুলিশে কল করলে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃত্যুকালে ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ স্ত্রী ডা. রুবিনা ইয়াসমীন, ১১ বছর বয়সী কন্যা ও ৩ বছর বয়সী পুত্র রেখে গেছেন। গত ২৪ নভেম্বর (শুক্রবার) বাদ জুমা'আ হ্যামট্রিমিক নূর মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। লাশ ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ যোগে বাংলাদেশে আজিমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়। কর্মস্থলের ক্যামেরা নষ্ট থাকায় দুর্বৃত্তকে শনাক্ত করতে পারেনি এবং এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তারও করতে পারেনি।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা দাদী হলেন: জয়ের কন্যা সন্তান লাভ

গত ২৯ নভেম্বর, ২০০৬ ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়া শহরের এক হাসপাতালে সকাল ৮:৪৫ মিনিটে ক্রিস্টিনা জয় ৬ পাউন্ড ২ আউন্স ওজনের এক কন্যা সন্তানের মা হয়েছেন এবং এর ফলে শেখ হাসিনা দাদী হলেন। সজীব ওয়াজেদ জয় ও ক্রিস্টিনা জয়ের এটি প্রথম সন্তান। মা ও মেয়ে উভয়েই সুস্হ আছেন বলে জানা গেছে।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল একাধিকবার টেলিফোনে খোঁজখবর নিয়েছেন সদ্যজাত নাতনীর। গত বুধবার রাত ১০টায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন থেকে ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় তাকে এই শুভ সংবাদ জানান।

দাদি হওয়ার সংবাদে শেখ হাসিনা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তখনই সুধা সদনে কর্মরত সবাইকে মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা হয়। শুভ সংবাদটি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। এসময় দলের কোনো কেন্দ্রীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন না। গতকাল নেতারা বিভিন্ন পর্বে মিষ্টিমুখের আয়োজন করেন।

জয়ের মেয়ের নাম রাখা হয়নি এখনো। জয়ের ইচ্ছা তার মা রাখবেন নাতনীর নাম। শেখ হাসিনা বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী ছিলেন বিধায় একটি সুন্দর নাম বের করার দায়িত্বও তাই চাপিয়ে দিয়েছেন মায়ের ওপর। গতকাল এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত শেখ হাসিনা নাতনীর নাম চূড়ান্ত করেননি। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সহসা নাতনীকে দেখতে যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার কোনো পরিকল্পনাও নেই তার।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অব ক্যালিফোর্নিয়া-এর সভাপতি সোহেল রহমান বাদল এই উপলক্ষে শুভেচছা বাণী পাঠিয়েছেন।

'বিদায় হে বাতায়ন পাশে'
বিদায়ী কনসাল জেনারেল মোঃ সামসুল হক

একুশ প্রতিবেদন : প্রায় একযুগ ধরে লস এঞ্জেলেসে কনস্যুলেট অফিস হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক কনসাল জেনারেল এসেছে এবং চলে গেছেন। যেমনিভাবে মোঃ সামসুল হক এসেছিলেন এবং চলে যাচ্ছেন। কিন্তু এবার একটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নির্ণয় করলে অনুধাবন করতে সক্ষম হবো। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে উদভাসিত হবে, এই প্রথম কনসাল জেনারেল প্রবাসী কমিউনিটির মাঝে সরাসরি পার্টনারশীপ জাতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা বা ঘটনার সূচনা সৃষ্টি করলেন বা সূত্রপাত ঘটালেন। ইতিপূর্বে প্রবাসে সরকারি আমলাতান্ত্রিকতা থেকে সাধারণ কমিউনিটির মানুষ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করতো। সেই দূরত্বের মাঝে সেতুবন্ধন সৃষ্টির ক্ষেত্র নির্মাণ করেছেন মোঃ সামসুল হক। একুশ লস এঞ্জেলেস প্রবাসী কমিউনিটির পক্ষ থেকে কনসাল জেনারেল মোঃ সামসুল হক সাহেবকে সমভাব দিয়ে সমতার যে বন্ধন করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এই পথযাত্রা কনস্যুলেটের আগামীর পথনির্দেশনা হয়ে থাকুক এই কামনা করবো। এরপর যিনিই আসুন না কেন এই সেতুবন্ধন যেন অটুট থাকে। এই পার্টনারশীপ কর্মকাণ্ড যেন অব্যাহত থাকে এই কামনা করবো।

বিদায়ী কনসাল জেনারেল মোঃ সামসুল হক ও তার পরিবারের প্রতি মঙ্গল কামনা করছে একুশ।

ভিতরের পাতায়

একটি অলীক স্বপ্ন, ড. ইউনূস ও বিশ্ব আশা দিবস। - ড. নজমুল সাকিব ....পৃষ্ঠা ৪
আরকার কলাম ....পৃষ্ঠা ৪
অবিশ্বাস্য হলেও কি সত্যি ! আমেরিকায় প্রবাসীর উপর কুফরি! ....পৃষ্ঠা ৫
লস এঞ্জেলেসের কোথায় কি হচ্ছে ....পৃষ্ঠা ২
লস এঞ্জেলেসে নব্যশিল্পীদের আবির্ভাব ....পৃষ্ঠা ৫
আমেরিকার পর্ণজগতে কথিত বাংলাদেশী কি আসলেই বাংলাদেশী? ....পৃষ্ঠা ৬
লস এঞ্জেলেসে ৩ দিন ব্যাপী এস্তেমা সমাপ্ত ....পৃষ্ঠা ১২
দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ ঠেকানোর কৌশল ....পৃষ্ঠা ১১
নতুন ফ্রী ইন্টারন্যাশনাল ডায়ালিং...পৃষ্ঠা ১১

সম্পাদকীয়:

নতুন আঙ্গিকে সম্পাদকীয় আলোকপাত: ....পৃষ্ঠা ৪
এখন বাংলাদেশের শিল্পীদের আমেরিকায় অনুষ্ঠান করতে আসা দুরূহ পৃ...৭

বিনোদন ও নিত্যদিন

নতুন বিভাগ ......পৃষ্ঠা ৭-৮

লস এঞ্জেলেসে সাহিত্য চর্চা

লস এঞ্জেলেসে প্রবাসীদের মাঝে শিল্পী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা বেশি দিনের নয় ....পৃষ্ঠা ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাবি'র প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীদের পুর্নমিলনী। বিশ্লেষণ

.....পৃষ্ঠা ২

রা ন্না বা ন্না

..পৃষ্ঠা ৮